গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য মন্ত্রণালয়
সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা
www.mofood.gov.bd

নং-১৩.০০.০০০০.০২৪.০৬.০০২.২০১৬- ২৯(৫০)

১৬ মাঘ ১৪২৩
তারিখঃ----------
২৯ জানুয়ারি ২০১৭

বিষয়ঃ মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

১৯.০১.২০১৭ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণীর Soft কপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশিষ্ট সকলের e-mail এ প্রেরণসহ এ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটঃ www.mofood.gov.bd তে Upload করা হয়েছে। মাসিক সমন্বয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং পেন্ডিং বিষয় নিষ্পত্তিকরণের জন্য 'ছক' অনুযায়ী তালিকাসহ আগামী ০৯.০২.২০১৭ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখায় প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তঃ বর্ণিতমতে।

২৯.০১.২০১৭
(মোঃ সিরাজুল ইসলাম)
যুগ্ম-সচিব (সমন্বয় ও সংসদ)
ফোনঃ ৯৫৪০১২১
ই-মেইলঃ dscoordination@mofood.gov.bd

বিতরণঃ কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/(পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)/(সংগ্রহ ও সরবরাহ),খাদ্য মন্ত্রণালয়। সংযুক্ত কার্যবিবরণী।
২। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, ৭১-৭২ প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা। সংযুক্ত কার্যবিবরণী।
৩। মহা-পরিচালক,খাদ্য অধিদপ্তর। সংযুক্ত কার্যবিবরণী।
৪। যুগ্ম-সচিব (সকল), খাদ্য মন্ত্রণালয়।
৫। মহা-পরিচালক,এফপিএমইউ,খাদ্য মন্ত্রণালয়,১৬,আব্দুল গণি রোড,ঢাকা।
৬। আইন উপদেষ্টা,খাদ্য অধিদপ্তর। সংযুক্ত কার্যবিবরণী।
৭। পরিচালক (প্রশাসন /সববি/সংগ্রহ/চসসা/আইডিটিএস/হিসাব ও অর্থ/প্রশিক্ষণ), খাদ্য অধিদপ্তর।
৮। উপ-সচিব (সকল)/ উপ-প্রধান (পরিকল্পনা কোষ), খাদ্য মন্ত্রণালয়।
০৯। পরিচালক (খানিপু/ উৎপাদন/ নীতি/ বাজার), এফপিএমইউ, খাদ্য মন্ত্রণালয়, খাদ্য ভবন, ঢাকা।
১০। মন্ত্রীর একান্ত সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়। সংযুক্ত কার্যবিবরণী।
১১। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঢাকা।
১২। সচিবের একান্ত সচিব,খাদ্য মন্ত্রণালয়। সংযুক্ত কার্যবিবরণী।
১৩। সিনিয়র সহকারী সচিব/ সিনিয়র সহকারী প্রধান (সকল), খাদ্য মন্ত্রণালয়।
১৪। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, খাদ্য মন্ত্রণালয়,১৬,আব্দুল গণি রোড,ঢাকা।
১৫। সিষ্টেম এনালিষ্ট, খাদ্য অধিদপ্তর।
১৬। অতিরিক্ত পরিচালক (অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা), খাদ্য অধিদপ্তর।
১৭। সহকারী প্রকৌশলী (পরিকল্পনা কোষ),খাদ্য মন্ত্রণালয়।
১৮। বাজেট অফিসার,খাদ্য মন্ত্রণালয়।
১৯। প্রোগ্রামার, খাদ্য মন্ত্রণালয়। ১৯.০১.২০১৭ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো। সংযুক্ত কার্যবিবরণী।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

খাদ্য মন্ত্রণালয়
সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mofood.gov.bd

জানুয়ারি/ ২০১৭ মাসে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতিঃ	মোঃ কায়কোবাদ হোসেন ভারপ্রাপ্ত সচিব
সভার স্থানঃ	মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ
সভার তারিখ ও সময়ঃ	১৯.০১.২০১৭ খ্রিঃ সকাল ৯-৪৫ ঘটিকা

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের নামের তালিকা পরিশিষ্ট-'ক'তে দেখানো হলো।

উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর সভাপতি ভারপ্রাপ্ত সচিব হিসেবে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব গ্রহণের পর ১ম মাসিক সমন্বয় সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের সাথে পরিচিত হন। খাদ্য অধিদপ্তরে নবযোগদানকৃত বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টা বেগম মুশাররাত জেবীনকে সভায় পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। সভার শুরুতে ডিসেম্বর, ২০১৬ মাসে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে কার্যবিবরণী অনুমোদন করা হয়। ডিসেম্বর, ২০১৬ মাসের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে কার্যপত্র অনুসরণ করে বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্যের ভিত্তিতে নিম্নবর্ণিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

২। আলোচনা

বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১. অভ্যন্তরীন খাদ্যশস্য সংগ্রহ	**(ক) বোরো ধান মিলিং-২০১৬** সভায় পর্যালোচনা হয় যে, প্রথম বারের মত সর্বোচ্চ ক্রয়কৃত ৬ লাখ ৭০ হাজার মেট্রিক টন ধানের মধ্যে ০৯.০১.২০১৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ৬,৬৩,৫৪৯ মেট্রিক টন ধান মিলিং করা হয়েছে। প্রাপ্ত ফলিত চালের পরিমাণ ৪,২৯,৩৭৭ মেট্রিক টন। মহাপরিচালক সভায় জানান যে, শরীয়তপুরসহ দক্ষিণাঞ্চলের কয়েকটি জেলার প্রত্যন্ত উপজেলায় চুক্তিযোগ্য কিংবা আগ্রহী চালকল না থাকায় অবশিষ্ট ধান মিলিং এ বিলম্ব হচ্ছে। অন্য জেলায় বরাদ্দ ও পরিবহণ করে এ ধান ভাংগানোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। অবশিষ্ট প্রায় ৪,০০০ মেট্রিক টন ধান জানুয়ারি, ২০১৭ মাসের মধ্যে মিলিং করা হবে বলে সভায় জানানো হয়।	অবশিষ্ট ৪,০০০ মেট্রিক টন ধান জানুয়ারি, ২০১৭ মাসের মধ্যে মিলিং করতে হবে।	মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তর
	(খ) আমন চাল সংগ্রহ ২০১৬-২০১৭ সভায় আলোচনা হয় যে, চলতি আমন সংগ্রহ মৌসুমে সিদ্ধ ও আতপ চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা যথাক্রমে ৩.৫০ লাখ মেট্রিক টন ও ০.৫০ লাখ মেট্রিক টন। ১৬.০১.২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত মোট ৩ লাখ ৮৯ মেট্রিক টন চালের (সিদ্ধ ও আতপ) জন্য মিলারদের সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। এ যাবত সংগৃহীত সিদ্ধ চালের পরিমাণ (প্রায়) সিদ্ধ ১ লাখ ৯৭ হাজার মেট্রিক	আমন সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা ১০০% অর্জন করতে হবে।	মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তর

	টন এবং আতপ ৭ হাজার ৯৬২ মেট্রিক টন। চালের বাজার সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে, বিদ্যমান বাজার ও সরবরাহ পরিস্থিতি পর্যালোচনায় আমন চাল সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে মর্মে সকলে একমত পোষণ করেন।		
২.গম আমদানি	সভায় আলোচনা হয় যে, বাজেটে গম আমদানির সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ৩.৫০ লাখ মেট্রিক টন। বিগত অর্থ বছরের চুক্তিপত্রের সাথে সমন্বয় করে ২টি চুক্তির বিপরীতে ইতোমধ্যে ১.২১ লাখ মেট্রিক টন গম সংগ্রহ করা হয়েছে। সরকার টু সরকার পর্যায়ে ২.০০ লাখ মেট্রিক টন গম ক্রয়ের জন্য রাশিয়ার সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। প্রয়োজনের নিরিখে অবশিষ্ট পরিমাণ গম আমদানির প্রক্রিয়া পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করা হবে।	গম আমদানি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।	মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তর এবং অতিরিক্ত সচিব (সংগ্রহ ও সরবরাহ), খাদ্য মন্ত্রণালয়
৩ খাদ্যশস্য বিলি-বিতরণ	**(ক) ওএমএস খাতে চাল বিক্রয়** সভায় জানানো হয় যে, গত ০৮.০১.২০১৭ খ্রিঃ তারিখে থেকে ঢাকা মহানগর এবং তেজগাঁও সার্কেলে (কেরানিগঞ্জসহ) ওএমএস খাতে পূনরায় চাল বিক্রয় শুরু হয়েছে। **(খ) ওএমএস খাতে আটা বিক্রয়** সভায় আলোচনা হয় যে, ওএমএস খাতে আটা বিক্রয়ের জন্য ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে বাজেটে গমের বরাদ্দ ৩.০০ লাখ মেট্রিক টন। ১২.০১.২০১৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ময়দাকলে বরাদ্দকৃত গমের পরিমাণ ১.৪৭ লাখ মেট্রিক টন। আনুপাতিক হারে ফলিত আটার পরিমাণ ১.১৫ লাখ মেট্রিক টন। ঢাকাসহ (তেজগাঁও সার্কেল-কেরানীগঞ্জ) সকল মহানগর, ঢাকা জেলা (সাভার ও ধামরাই) এবং গাজীপুর জেলা (গাজীপুর সদর, টংগী ও কালিয়াকৈর), নরসিংদী জেলা (নরসিংদী জেলা সদর), নারায়ণগঞ্জ জেলা (রূপগঞ্জ ও নারায়ণগঞ্জ সদরে) আটা বিক্রয় অব্যাহত আছে। এছাড়া, সকল জেলা সদরেও ওএমএস খাতে আটা বিক্রয় শুরু করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সভায় জানানো হয় যে, খাদ্য পরিদর্শক/ উপজেলা খাদ্য পরিদর্শক/ সহকারি উপখাদ্য পরিদর্শকগণ ওএমএস কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন। ওএমএস খাতে চাল ও আটা বিক্রয় কার্যক্রমের উপর নজরদারি রেখে বিক্রয় কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়।	যথাযথ নজরদারি রেখে ওএমএস খাতে চাল ও আটা বিক্রয় কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তর
	(গ) খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি সভায় আলোচনা হয় যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ব্রান্ডিং কর্মসূচি হিসেবে ইউনিয়ন পর্যায়ে 'খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি' ১ম পর্যায়ে সেপ্টেম্বর, ২০১৬ মাসে শুরু হয়ে নভেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত ০৩ (তিন) মাসব্যাপী চালু ছিল। মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর	খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ভোক্তা তালিকা হালনাগাদকরণ	অতিরিক্ত সচিব (সং ও সরঃ), মহাপরিচালক ও পরিচালক (সববি), খাদ্য

	সভায় জানান যে, গত মাসের সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ভোক্তা তালিকার সফট কপি প্রণীত হয়েছে। সফট কপি উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ের ওয়েব সাইটে আপলোড করতে বলা হয়েছে। ভোক্তা তালিকা Leminate করে ডিলারের দোকান, ইউপি অফিস, উপজেলা খাদ্য অফিস, এলএসডি এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে ঝুলিয়ে রাখতে বলা হয়েছে। লিফলেট বিতরণ/ মাইকিং/ টিভি নেটওর্য়াকের মাধ্যমে প্রচার পূর্বক ভোক্তা তালিকায় স্বচ্ছল ব্যক্তি/ পরিবারের নাম থাকলে তা জানানোর জন্য জনসাধারণকে অনুরোধ করা হয়েছে। খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ভোক্তা তালিকা হালনাগাদকরণ প্রক্রিয়া চলমান রাখার জন্য সচিব পরামর্শ প্রদান করেন।	প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হবে।	অধিদপ্তর।
	(ঘ) খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি মনিটরিং (১) সভায় আলোচনা হয় যে, খাদ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব/ উপ-সচিব এবং খাদ্য অধিদপ্তরের উপ-পরিচালকের সমন্বয়ে তদারকি করার জন্য ০২ (দুই) সদস্য বিশিষ্ট ৮টি টীম গঠিত হয়েছে। মহাপরিচালক সভায় জানান যে, খাদ্য অধিদপ্তরের ০৭ (সাত) জন পরিচালককে দেশের ৭টি বিভাগে তদারকির দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/ জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণও নিয়মিত তদারকি করে থাকেন। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/ জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তরে অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে। প্রাপ্ত অভিযোগ তাৎক্ষণিকভাবে যাচাই-বাছাইপূর্বক ব্যবস্থা নেয়ার জন্য বলা হয়েছে।	(১) খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি মনিটরিং ও অভিযোগ তদন্তের নির্দেশ অব্যাহত রাখতে হবে।	মহাপরিচালক ও পরিচালক (সববি), খাদ্য অধিদপ্তর এবং উপ-সচিব (সরঃ-১), খাদ্য মন্ত্রণালয়
	(২) সভায় আলোচনা হয় যে, অক্টোবর মাসের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির বিষয়ে পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত অনিয়ম, চিহ্নিত ও তদন্ত করতে হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এগুলোর বিরুদ্ধে বিশেষ ক্ষমতা আইনে ১৯৭৪ দূর্নীতি দমন প্রতিরোধ আইন (ক) দূর্নীর্তি প্রতিরোধ আইন-১৯৪৭ (খ) বিশেষ ক্ষমতা আইন-১৯৭৪ (গ) দন্ডবিধি-১৮৬০ এর আওতায় মামলা দায়ের অব্যাহত রাখতে হবে।	(২) পত্রিকায় প্রকাশিত অনিয়ম চিহ্নিত ও তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	(২) অতিরিক্ত-সচিব (সংগ্রহ ও সরবরাহ), খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর
	(ঙ) সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে খাদ্যশস্য বিতরণ খাদ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী ২০১৬-২০১৭ চলতি অর্থ-বছরে টিআর, কাবিখা খাতে আপাততঃ খাদ্যশস্য সরবরাহ করা হচ্ছে না। ২৫.১২.২০১৬ তারিখ পর্যন্ত ভিজিডি খাতে ৩.১৫ মেট্রিক টন চালের বিপরীতে প্রায় ১.৩৬ লাখ মেট্রিক টন চাল, ভিজিএফ খাতে ৪.০০ মেট্রিক টনের মধ্যে ১.২১ লাখ মেট্রিক টন এবং জিআর খাতে ৮৮ হাজার মেট্রিক টন চালের বিপরীতে ২৮ হাজার ৮১৬ মেট্রিক টন চাল উত্তোলন করা হয়েছে। স্কুল ফিডিং খাতে ২২,৫০০ মেট্রিক টন গম	বরাদ্দ অনুযায়ী সামাজিক কর্মসূচিতে খাদ্যশস্য সরবরাহ অব্যাহত রাখতে হবে।	মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর

<table>
<tr><td></td><td>বরাদ্দের বিপরীতে ১১ হাজার ৭৭৬ মেট্রিক টন গম উত্তোলন করা হয়েছে। এছাড়া, পাবর্ত্য জেলাসমূহে সম্প্রতি ও উন্নয়ন খাতে, সারাদেশে ইপি ও ওপি খাতে খাদ্যশস্য সরবরাহ অব্যাহত রয়েছে।</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>৪. চাল ও আটার বাজারমূল্য মনিটরিং</td><td>চাল ও গমের বাজার মূল্য
সভায় আলোচনা হয় যে, সারাদেশে চাল ও আটার বাজার দর মনিটরিং অব্যাহত আছে। বর্তমানে (এফপিএমইউ এর ১৬.০১.২০১৭ খ্রিঃ তারিখের তথ্য) মোটা চালের খুচরা গড় বাজার দর প্রতিকেজি ৩৪-৩৭ টাকা। খোলা আটার গড় বাজার দর প্রতিকেজি ২৪-২৬ টাকা। চালের বাজার দর কিছুটা বৃদ্ধির প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে বলে সভায় জানানো হয়।</td><td>খাদ্যশস্যের বাজার দর নিয়মিত পর্যবেক্ষণপূর্বক মনিটরিং অব্যহত রাখতে হবে।</td><td>মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তর এবং উপ-সচিব (সরবরাহ-১), খাদ্য মন্ত্রণালয়</td></tr>
<tr><td>৫.গুদাম ও অফিস ভবন মেরামত</td><td>গুদাম ও অফিস ভবন মেরামত
(ক) গুদাম মেরামতঃ ২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরে রাজস্ব বাজেটে গুদাম মেরামত অব্যাহত আছে। ৬২টি লটের কাজের মধ্যে ৩৩টি লটের কাজ শেষ হয়েছে এবং বাকী ২৯টি লটের কাজের অগ্রগতি ৮৫% মর্মে সভায় জানানো হয়। কাজের বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্নকরণে দ্রুত কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়।

গত মাসের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মেরামতের আওতাধীন গুদামের ধারণক্ষমতার সাথে গুদামের প্রকৃত সংখ্যা নিম্নরুপ মর্মে সভায় জানানো হয়ঃ

<table>
<tr><td>১০০০ মেট্রিক টন ধারণক্ষমত র</td><td>২৯টি</td></tr>
<tr><td>৭৫০ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতার</td><td>১৭টি</td></tr>
<tr><td>৫০০ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতার</td><td>৫৬টি</td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>১০২টি</td></tr>
</table>

(খ) গুদাম মেরামতের নীতিমালা প্রণয়নঃ
মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছর হতে মেরামত খাতে রাজস্ব বাজেটের অর্থ আঞ্চলিক পর্যায়ে বিভাজনের মাধ্যমে গুদাম ও আনুষঙ্গিক মেরামতের নীতিমালা প্রণীত হয়েছে। Delegation of Financial Power-2015 অনুসরণে অঞ্চলভিত্তিক অর্থ বিভাজনপূর্বক গুদাম মেরামতের কাজের নীতিমালা এবং পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ অনুসরণে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছর হতে গুদাম মেরামতের কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।</td><td>২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের রাজস্ব বাজেটের আওতায় গুদাম মেরামত কাজ ১০০% সম্পন্ন করতে হবে।

আঞ্চলিক পর্যায়ে অর্থ বিভাজন ও গুদাম মেরামতের নীতিমালা দ্রুত চূড়ান্ত করতে হবে।</td><td>মহাপরিচালক ও পরিচালক (আইডিটিএস), খাদ্য অধিদপ্তর

মহাপরিচালক ও পরিচালক (আইডিটিএস), খাদ্য অধিদপ্তর</td></tr>
</table>

	(গ) নতুন অফিস ভবন নির্মাণ সভায় আলোচনা হয় যে, প্রতিবছর রাজস্ব বাজেটের আওতায় খাদ্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিস ভবন ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদি নির্মাণ করা হয়ে থাকে। ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ১৫টি লটের কাজের মধ্যে ১৩টি লটের কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট ২টি লটের মধ্যে ১টি জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, শরীয়তপুর দপ্তরের কাজের অগ্রগতি ৯৩% এবং অপরটি সোনাইমুড়ি এলএসডি'র সীমানা প্রাচীর যা চলতি শুষ্ক মৌসুমে শেষ হবে। এছাড়া, ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের ১৪টি লটের কাজের মধ্যে ৮টি লটের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট ৬টি লটের কাজের অগ্রগতি নিম্নরূপঃ ১. মুন্সিগঞ্জ জেলার শ্রীনগর এলএসডি'র সীমানা প্রাচীর ও অন্যান্য — ৬১% ২. নোয়াখালি জেলার সোনাইমুড়ি এলএসডি'র সীমানা প্রাচীর ও অন্যান্য — ৮% ৩. খাগড়াছড়ি জেলার ছোট মেরুং এলএসডি'র সীমানা প্রাচীর ও অন্যান্য — ৮৮% ৪. সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর এলএসডি'র সীমানা প্রাচীর ও অন্যান্য — ৬২% ৫. জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, সুনামগঞ্জ অফিস ভবনের ২য় তলা নির্মাণ — ৫৫% ৬. বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ এলএসডি'র অফিস, দারোয়ান কয়ার্টার ও অন্যান্য নির্মাণ — ৮৩%	নতুন অফিস ভবন ও অন্যান্য নতুন নির্মাণ কাজ দ্রুত ১০০% সম্পন্ন করতে হবে।	
৬. খাদ্যশস্যের মান পরীক্ষা	**খাদ্য অধিদপ্তরে খাদ্যশস্যের মান পরীক্ষা** খাদ্য অধিদপ্তরে ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে খাদ্যশস্যের নমুনা পরীক্ষার লক্ষ্যমাত্রা ৪০০টি। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ডিসেম্বর, ২০১৬ মাস পর্যন্ত খাদ্য অধিদপ্তরের ল্যাবে ১০২টি এবং আঞ্চলিক ল্যাবে ৪৩৯টি অর্থাৎ মোট ৫৪১টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে যা লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা বেশি। অধিকসংখ্যক নমুনা পরীক্ষা করায় সভায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়।	খাদ্যশস্যের নমুনা পরীক্ষার কাজ অব্যাহত রাখতে হবে।	মহাপরিচালক ও পরিচালক (আইডিটিএস), খাদ্য অধিদপ্তর
৭. বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম	**(ক) বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের প্রচারণা** বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সচিব সভায় জানান যে, নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কে জনগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সারাদেশে প্রচার কার্যক্রমের আওতায় বর্তমানে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ১০টি জন সচেতনতামূলক সভা করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত আছে, যার আওতায় বিভাগীয় পর্যায়ে জনসচেতনতামূলক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। গত জুলাই মাসে ঢাকা বিভাগে, অক্টোবর মাসে রাজশাহী বিভাগে, নভেম্বর মাসে চট্টগ্রাম বিভাগে, ডিসেম্বর, ২০১৬ মাসে খুলনা বিভাগের যশোরে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া, ১৫টি জেলায় (বৃহত্তর) নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক আলোচনা ও	নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচার কার্যক্রম আরও বৃদ্ধি করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

	মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হচ্ছে। চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা বিভাগের সহযোগিতায় নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক টিভি ফিলার/ ছোট প্রামাণ্য চিত্র তৈরীর কাজ চলমান রয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে প্রচারের জন্য কয়েকটি নিরাপদ খাদ্য সংশ্লিষ্ট বার্তা ও শ্লোগান তথ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রচারের জন্য এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে মর্মে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ থেকে সভায় অবহিত করা হয়।		
৮. বার্ষিক কর্মসম্পাদন বাস্তবায়ন (APA)	সভায় জানানো হয় যে, ২০১৫-২০১৬ সালের APA পূণঃমূল্যায়নে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়েছে। অর্থ বছর শেষে খাদ্য মজুদ এবং অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ বিষয়ক কার্যক্রম পূনঃ মূল্যায়নের ফলে ৮০% হিসেবে ১২ নম্বর যোগ হওয়ায় ফলাফল ((৭০-৫৩+১২.০০)=৮২.৫৩। এছাড়া, ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের APA এর কয়েকটি কার্যক্রম, লক্ষ্যমাত্রা এবং কর্মসূচকের মান পূনঃ নির্ধারণের প্রস্তাবও অনুমোদিত হয়েছে। APA'র হালনাগাদ তথ্য ওয়েব সাইটে আপলোড করা হয়েছে। APA বাস্তবায়নের ষান্মাসিক কার্যক্রম পর্যালোচনা (সভার মাধ্যমে) করে হালনাগাদ অগ্রগতি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।	২০১৬-২০১৭ সালের APA লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সকলকে সচেষ্ট থাকতে হবে	APA বাস্তবায়ন টীম ও সকল কর্মকর্তা, খাদ্য মন্ত্রণালয়।
৯. শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন ও অংশীজনকে অবহিতকরণ	(ক) শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন বিশেষ করে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা এবং এর বাস্তবায়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে সভায় আলোচনা হয়। এ বিষয়ে যুগ্ম-সচিব (সমন্বয় ও সংসদ) সভাকে জানান যে, ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয়ের ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের সংশোধিত শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা প্রেরণ করা হয়েছে। ২য় ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণের জন্য সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রণীত প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হবে। শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তাকে কার্যকর ভূমিকা রাখার জন্য সচিব নির্দেশ প্রদান করেন। (খ) সভায় মন্ত্রণালয়ের শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে অংশীজন তথা বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ এবং খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় এবং তাদের নিজ নিজ দপ্তর/ সংস্থায় জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে সকলকে কার্যকর ভূমিকা রাখার জন্য সচিব কর্তৃক নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	(ক) মন্ত্রণালয়ের শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে সকল কর্মকর্তাকে ভূমিকা রাখতে হবে। (খ) নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ও খাদ্য অধিদপ্তরকে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠান এবং অধিনস্থ দপ্তরে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।	(১) মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা। (২) চেয়ারম্যান, নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ এবং মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর
১০. অভিযোগ ব্যবস্থাপনা	(১) সভায় অভিযোগ ব্যবস্থাপনার উপর গুরুত্বারোপ করা হয় এবং প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ যাচাই বাছাই সাপেক্ষে এগুলোর উপর দ্রুত ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়। (২) ডিসেম্বর, ২০১৬ মাসের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পূর্ববর্তী মাসের জের এর সাথে পরবর্তী মাসে প্রাপ্ত অভিযোগ সংখ্যা, নিষ্পত্তির সংখ্যা ইত্যাদি তথ্য 'ছক' এ অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে যা নিম্নরূপঃ	যথাসময়ে তদন্ত সম্পন্ন ও অভিযোগ নিষ্পত্তি করতে হবে।	মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর ও উপ-সচিব (তদন্ত), খাদ্য মন্ত্রণালয়

পূর্ববর্তী মাসের জের	ডিসেম্বর ,১৬ মাসে প্রাপ্ত	মোট অভিযোগ	নিষ্পত্তির সংখ্যা	অনিষ্পন্ন সংখ্যা	তিন মাসের উপরে	ছয় মাসের উপরে	খাদ্য অধিদপ্তরে প্রক্রিয়াধীন
২১৫	০২	২১৭	১২৮	৮৯	০৬	৬৭	৬৬

১১. অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি	**(ক) অডিট সভাঃ** সভায় অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। যুগ্ম-সচিব (অডিট) সভায় জানান যে, অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য প্রতিমাসে কমপক্ষে ২টি সভা আয়োজনের জন্য নির্দেশ থাকলেও কার্যপত্র না থাকায় ডিসেম্বর মাসে কোন সভা করা যায়নি। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী অগ্রিম, খসড়া ও সংকলনভূক্ত অডিটের তথ্য নিম্নে দেখানো হলঃ **(ক) অগ্রিম** প্রারম্ভিক আপত্তি.....২৮০৬টি মাসে সংযোজিত আপত্তি.....১৫টি মোট আপত্তি .....২৮২১টি নিস্পত্তিকৃত (জারিপত্র)আপত্তি.....০৬টি অবশিষ্ট আপত্তি.....২৮১৫টি ব্রডশিট জবাব.....০৩টি ত্রিপক্ষীয় সভা.....০০টি **(খ) খসড়া** প্রারম্ভিক আপত্তি .....৭৬৫টি সংযোজিত আপত্তি..... ০০টি মোট আপত্তি.....৭৬৫টি নিস্পত্তিকৃত আপত্তি.....০০টি অবশিষ্ট আপত্তি.....৭৬৫টি **সভার সংখ্যাঃ** ত্রিপক্ষীয় সভা.....০০টি আলোচিত আপত্তি.....০০টি নিস্পত্তির সুপারিশ.....০০টি ব্রডশিট জবাব.....০০টি **(গ) সংকলন** সংকলনভুক্ত আপত্তি.....৫৯৩টি সভার সংখ্যাঃ (ত্রি-পক্ষীয়).....০০টি আলোচিত আপত্তি.....০০টি নিস্পত্তির সুপারিশ .....০০টি **নিস্পত্তিকৃত আপত্তির সংখ্যা.....১২টি** সমাপ্তি আপত্তির সংখ্যা.....৫৮১টি ব্রডশিট জবাব.....০০টি	পরিকল্পিতভাবে প্রতিমাসে কমপক্ষে ২টি সভা আয়োজনের মাধ্যমে অডিট আপত্তি নিস্পত্তির ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।	(১) যুগ্ম-সচিব (বাজেট ও অডিট)/(অডিট) খাদ্য মন্ত্রণালয়

<table>
<tr>
<td>১২. ইন হাউজ প্রশিক্ষণ</td>
<td>APA তে বর্ণিত লক্ষ্যমাত্রা অনুসরণে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিগণকে ইন-হাউজ/ জনঘন্টা বিবেচনায় মডিউল অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যাহত আছে। ডিসেম্বর, ২০১৬ মাসে ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ৪ (চার) ক্যাটাগরীতে মোট ১৯৬ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারিকে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৭ সালের জন্য ৬ (ছয়) মাসের একটি প্রশিক্ষণ সিডিউল প্রণীত হয়েছে। ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা ১০০% অর্জন করার জন্য সভায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়। এছাড়া, ইন-হাউজ প্রশিক্ষণে নথির শ্রেণি বিন্যাস ও নথি বিনষ্টকরণ বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করার জন্য সভায় নির্দেশ দেয়া হয়।</td>
<td>(১) সুপরিকল্পিতভাবে কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে।

(২) (১) ইন-হাউজ প্রশিক্ষণে নথির শ্রেণিবিন্যাস ও নথি বিনষ্টকরণের বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।</td>
<td>(১) যুগ্ম-সচিব (প্রশাঃ-১), খাদ্য মন্ত্রণালয়।

(২) যুগ্ম-সচিব (প্রশাঃ-১), খাদ্য মন্ত্রণালয়</td>
</tr>
<tr>
<td>১৩. শাখা পরিদর্শন ও শ্রেণিবিন্যাসকৃত নথি নিষ্পত্তিকরণ</td>
<td>(ক) শাখা পরিদর্শনঃ ডিসেম্বর, ২০১৬ মাসে অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ অধিশাখা পরিদর্শন করা হয়েছে। নিজ নিজ শাখা পরিদর্শন অব্যাহত রেখে পরিদর্শনকালীন প্রাপ্ত অনিয়ম/ ত্রুটিসমূহ সংশোধনের লক্ষ্যে শাখা পরিদর্শন অব্যাহত রাখার জন্য সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়।</td>
<td>নিজ নিজ শাখা পরিদর্শন পূর্বক প্রতিবেদন প্রদান অব্যাহত রাখতে হবে।</td>
<td>সকল উইং প্রধান, অধিশাখা ও শাখা প্রধান এবং যুগ্ম-সচিব (প্রশাঃ-১), খাদ্য মন্ত্রণালয়</td>
</tr>
<tr>
<td>১৪. আইন ও মামলা</td>
<td>খাদ্য অধিদপ্তরের মামলা
(১) খাদ্য অধিদপ্তরাধীন মামলাসমূহ বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টার দপ্তরের মাধ্যমে তদন্ত ও মামলা শাখার সহায়তায় পরিচালিত হয়ে থাকে।

খাদ্য অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী চলমান মামলার সংখ্যা ১,১৪৩টি। ডিসেম্বর, ২০১৬ খ্রিঃ মাসে কোন মামলা দায়ের হয়নি। ডিসেম্বর, ২০১৬ মাস পর্যন্ত খাদ্য অধিদপ্তরাধীন ৭টি বিভাগের মামলা সংক্রান্ত তথ্যাদি,নিম্নরুপঃ
<table>
<tr><th>ক্রমিক নং</th><th>বিভাগের নাম</th><th>মামলার সংখ্যা</th><th>আলোচ্য মাসে মামলা দায়ের</th><th>আলোচ্য মাসের নিষ্পত্তি</th><th>অবশিষ্ট মামলার সংখ্যা</th></tr>
<tr><td>১</td><td>ঢাকা</td><td>৩৪৪</td><td></td><td>১৪</td><td>৩৩০</td></tr>
<tr><td>২</td><td>বরিশাল</td><td>৮২</td><td></td><td>০৫</td><td>৭৭</td></tr>
<tr><td>৩</td><td>চট্টগ্রাম</td><td>২২৩</td><td></td><td>০৫</td><td>২১৮</td></tr>
<tr><td>৪</td><td>খুলনা</td><td>১৩০</td><td></td><td>০৩</td><td>১২৭</td></tr>
<tr><td>৫</td><td>রাজশাহী</td><td>১৯৩</td><td></td><td>২৩</td><td>১৭০</td></tr>
<tr><td>৬</td><td>রংপুর</td><td>২১৩</td><td></td><td>১৫</td><td>১৯৮</td></tr>
<tr><td>৭</td><td>সিলেট</td><td>২৬</td><td></td><td>০৩</td><td>২৩</td></tr>
<tr><td></td><td>মোট মামলা</td><td>১২১১</td><td></td><td>৬৮</td><td>১১৪৩</td></tr>
</table></td>
<td>(১) মামলা নিষ্পত্তির জন্য সার্বক্ষণিক নিবিড় যোগাযোগের পাশাপাশি নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ মামলার বর্ণনা অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।</td>
<td>(১) বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টা, খাদ্য অধিদপ্তর।</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td>(২) গত ০৪.০৯.২০১০ খ্রিঃ তারিখে খাদ্য অধিদপ্তরের আইন উপদেষ্টা সভায় জানান যে, সিলেটের আম্বরখানা মৌজার খাদ্য বিভাগের নামে রেকর্ডকৃত ৪৬ শতাংশ জমির (মটর গ্যারেজ) বিষয়ে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা মামলা দায়ের প্রক্রিয়াধীন। কিন্তু মামলা দায়েরের কোন অগ্রগতি সভায় জানানো হয়নি। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রককে নির্দেশ দিয়ে মামলা দায়েরের ব্যবস্থা গ্রহণ করে গৃহীত ব্যবস্থা মন্ত্রণালয়কে জানানোর জন্য সভায় নির্দেশ দেয়া হয়।</td>
<td>(২) মামলা দায়েরের ব্যবস্থা গ্রহণ করে গৃহীত ব্যবস্থা মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে।</td>
<td>(২) বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টা, খাদ্য অধিদপ্তর।</td>
</tr>
<tr>
<td>১৫. অনাদায়ী চালকলের পাওনা আদায়</td>
<td>প্রতিমাসে মাসিক সমন্বয় সভায় অনাদায়ী চালকলের নিকট সরকারি পাওনার বিষয়ে তথ্য উপস্থাপন করা হয়। নভেম্বর, ২০১৬ মাসের তথ্য মতে সারাদেশে অনাদায়ী চালকলের নিকট থেকে সরকারি পাওনা আদায়ের তথ্য নিম্নরূপ উপস্থাপন করা হলোঃ

<table>
<tr><th>ক্রঃ নং</th><th>বিভাগের নাম</th><th>জেলার সংখ্যা</th><th>অনাদায়ী চালকলের সংখ্যা</th><th>দায়েরকৃত মানিস্যুট মামলায় সরকারী পাওনা টাকার পরিমাণ</th><th>বর্তমান মাসে আদায়ের পরিমাণ।</th><th>মোট আদায়কৃত টাকার পরিমাণ</th><th>অবশিষ্ট পাওনা টাকার পরিমাণ</th></tr>
<tr><td>১</td><td>রাজশাহী</td><td>০৫</td><td>৮০</td><td>১১,০৯,৯৬,১৭৮.৮৩</td><td>-</td><td>২৭৯৫৮২২৫.৩৭</td><td>৮৩০৩৭৯৯৫৩.৪৬</td></tr>
<tr><td>২</td><td>রংপুর</td><td>০৮</td><td>৯৯</td><td>৬,৩৭,১৫,২০৩.১৯</td><td>১৭,০০০</td><td>২৪০৯৬৮০৮.৬২</td><td>৩৯৬১৮৩৯৪.৫৭</td></tr>
<tr><td>৩</td><td>ঢাকা</td><td>০৮</td><td>৪০</td><td>৭,৭৩,০৯,৭৯৫.২৮</td><td>১৫,০০০</td><td>৬০১৬৭৩০.৮৭</td><td>৭১২৯৩০৬৪.৪১</td></tr>
<tr><td>৪</td><td>খুলনা</td><td>০৩</td><td>২৫</td><td>২,৪৬,৫১,৫০৫.২১</td><td>০</td><td>৯,৪৩,৪২৫.৪০</td><td>২,৩৭,০৮,০৭৯.৮১</td></tr>
<tr><td>৫</td><td>চট্টগ্রাম</td><td>০৫</td><td>১৫</td><td>৪,৬৫,৮৪,৪৫২.১৯</td><td>০</td><td>৭,৫৮,৬৪০.০২</td><td>৪,৫৮,২৫,৮১২.১৭</td></tr>
<tr><td>৬</td><td>সিলেট</td><td>০২</td><td>০৫</td><td>২০,৫৪,৮০০.২২</td><td>০</td><td>৬,৭৪,৫০৮.৩০</td><td>১৩,৮০,২৯১.৯২</td></tr>
<tr><td>৭</td><td>বরিশাল</td><td>০১</td><td>০১</td><td>১০,৯৮,২৩৭.৫৭</td><td>০</td><td>০</td><td>১০,৯৮,২৩৭.৫৭</td></tr>
<tr><td colspan="2">মোট</td><td>৩২</td><td>২৬৫</td><td>৩২,৬৪,১০,১৭২.৪৯</td><td>৩২,০০০</td><td>৬০৪৪৮৩৩৮.৫৮</td><td>২৬৫৯৬১৮৩৩.৯১</td></tr>
</table>

চালকলের নিকট অনাদায়ী টাকা আদায়ের বিষয়ে জোর প্রচেষ্টা চালানোর জন্য সভায় পুনরায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।</td>
<td>চালকলের নিকট সরকারি অনাদায়ী টাকা আদায়ের প্রচেষ্টা জোরদার করতে হবে।</td>
<td>মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর।</td>
</tr>
</table>

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

২৯/০১/১৭

(মোঃ কায়কোবাদ হোসেন)
সচিব